বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৯৭

(১৯৯৭ সনের ১২ নং আইন)

বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেডকে পুনর্গঠন করিয়া একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড, অতঃপর বিসিআই বলিয়া উল্লিখিত, একটি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম চালানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া উহার ঋণ প্রদানকারী এবং আমানতকারীদের স্বার্থের হানিকর ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়াছিল;

এবং যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিআই এর সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থে, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯২ ইং তারিখ হইতে বিসিআই এর সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্তরূপ স্থগিতাদেশের পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন হইতে ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, বিসিআই উহার দায় পরিশোধে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে;

এবং যেহেতু বিসিআইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ লক্ষাধিক সাধারণ মানুষ অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে এবং সেই অর্থ দীর্ঘ সময় আবদ্ধ রহিয়াছে;

এবং যেহেতু বিসিআইতে বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিসিআই এর ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করিয়াছেন এবং বিসিআইকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি তফসিলী ব্যাংকে রূপান্তর করিয়া উদ্‌ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন;

এবং যেহেতু সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, বিসিআই এর আমানতকারী ও উহাকে ঋণ প্রদানকারীদের স্বার্থে এবং জনস্বার্থে বিসিআইকে পুনর্গঠন করিয়া একটি তফসিলী ব্যাংক হিসাবে রূপান্তর করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে৷ (২) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইনের বিধান কার্যকর হইবে এবং বিভিন্ন বিধান কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে৷

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "আমানত" অর্থ বিসিআই কর্তৃক গৃহীত কর্জ এবং বিনিয়োগ হিসাবে রক্ষিত বিসিআই এর দায়;

(খ) "আমানতকারী" অর্থ বিসিআইকে ঋণ প্রদানকারী অথবা উহাতে বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) "পরিচালক পর্ষদ" অর্থ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ;

(ঘ) "পরিচালক" অর্থ ব্যাংকের পরিচালক;

(ঙ) "ব্যাংক" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড;

(চ) "নির্ধারিত দিন" অর্থ ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত বিভিন্ন তারিখ;

(ছ) "হ্রাসকৃত দায়" অর্থ এই আইনের বিধান অনুযায়ী হ্রাস করার পর আমানতকারীদের নিকট বিসিআই এর দায়।

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন ব্যাংক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হইবে।

(৩) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর ব্যাংক কোম্পানী আইন বলিয়া উল্লিখিত, এবং Bangladesh Bank Order 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর বিধানাবলী, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাংকের উদ্যোক্তা

৪। বাংলাদেশ সরকার এবং বিসিআই এর শেয়ারহোল্ডারসহ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংকের উদ্যোক্তা হইতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্থিরকৃত শর্তাদি কোন ব্যক্তি পূরণ না করিলে এবং বিসিআইতে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়-দেনা থাকিলে তিনি ব্যাংকের উদ্যোক্তা হইতে পারিবেন না।

মূলধন

৫। (১) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হইবে ২০০ কোটি টাকা এবং তাহার পরিশোধিত মূলধন হইবে ৯২ কোটি টাকা।

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার নিম্্নবর্ণিত হারে ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করিবেন, যথা:-

(ক) ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ, অতঃপর "ক" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলিয়া উল্লিখিত, ২০ কোটি টাকার শেয়ার;

(খ) তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অতঃপর "খ" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলিয়া উল্লিখিত, ২০ কোটি টাকার শেয়ার;

(গ) আমানতকারী, অতঃপর "গ" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলিয়া উল্লিখিত, ৫২ কোটি টাকার শেয়ার।

(৩) যদি "খ" এবং "গ" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সম্পূর্ণ শেয়ার ক্রয় না করেন, তাহা হইলে উক্ত অবিক্রীত শেয়ার "ক" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার এর নিকট বিক্রয় করা হইবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে উক্ত শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার এবং জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইবে।

(৪) যদি "খ" এবং "গ" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার তাহাদের জন্য নির্ধারিত অংশ হইতে অধিকতর শেয়ারের জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে সরকার "ক" শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অংশের শেয়ারের পরিমাণ হ্রাস করিয়া "খ" এবং "গ" শ্রেণীর শেয়ার বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

মূলধন বা শেয়ার মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি

৬। (১) "ক" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে শেয়ার মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং উক্ত শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারের বিসিআই এর পরিচালক বা উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে, উহাতে তাহার দায়মুক্ত শেয়ারের অর্থ সমন্বয়ের মাধ্যমে শেয়ার মূল্য পরিশোধ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দায়মুক্ত শেয়ার মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, প্রত্যেক "ক" শ্রেণীর শেয়ার-হোল্ডারকে অন্যুন ৫০ লক্ষ টাকা নগদ প্রদানের মাধ্যমে শেয়ার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) "খ" শ্রেণীর কোন শেয়ারহোল্ডার অন্যুন ২ কোটি টাকা নগদ প্রদানের মাধ্যমে এবং উক্ত শ্রেণীর কোন শেয়ারহোল্ডার বিসিআই এর আমানতকারী হওয়ার ক্ষেত্রে বিসিআই এর নিকট হইতে প্রাপ্য ঋণ সমন্বয়ের মাধ্যমে শেয়ার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিসিআইকে প্রদত্ত ঋণের শুধু মাত্র আসল অংশ (সুদ বাদে) সমন্বয় করিয়া অবশিষ্ট শেয়ার মূল্য নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) "গ" শ্রেণীর কোন শেয়ারহোল্ডার নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অথবা তাহার আমানত সমন্বয়ের মাধ্যমে অথবা উভয় পদ্ধতিতে শেয়ার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আমানতকারীর আমানত স্থিতি হইতে প্রথমে বিসিআই এর নিকট তাহার দায়ের সমপরিমাণ অর্থ সমন্বয় করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থিতির পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে এবং অতঃপর উক্ত স্থিতি হইতে নিম্নবর্ণিত হারে শেয়ার মূল্য পরিশোধ করা যাইবে:-

(ক) আমানত স্থিতির পরিমাণ যদি ১ লক্ষ টাকার কম হয়, তবে উক্ত স্থিতির ২৫ শতাংশ;

(খ) আমানত স্থিতির পরিমাণ যদি ১ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার কম হয়, তবে উক্ত স্থিতির ৩০ শতাংশ;

(গ) আমানত স্থিতির পরিমাণ যদি ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার কম হয়, তবে উক্ত স্থিতির ৪০ শতাংশ;

(ঘ) আমানত স্থিতির পরিমাণ যদি ১০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ হয়, তবে উক্ত স্থিতির ৫০ শতাংশ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত হারে আমানত দায় হ্রাসপূর্বক "গ" শ্রেণীর কোন শেয়ারহোল্ডারের জন্য নির্ধারিত ৫২ কোটি টাকা মূলধনের সংস্থান না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক যেরূপ স্থির করিবে তদনুযায়ী উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত হারের পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

পরিচালক পর্ষদ

৭। (১) ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ ১১ জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত হইবে যাহাদের মধ্যে "ক" শ্রেণীর ৪ জন, "খ" শ্রেণীর ২ জন এবং "গ" শ্রেণীর ৪ জন এবং সরকার মনোনীত ১ জন হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর ব্যবস্থা মোতাবেক একই ধারার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত শেয়ার অংশে যদি কম বেশী

হইয়া থাকে বা, ক্ষেত্রমত, শ্রেণী বহির্ভূত শেয়ারহোল্ডার থাকার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যের সংখ্যায় যথাযথভাবে হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী পদাধিকার বলে পরিচালক পর্ষদের সদস্য হইবেন।

(৩) অন্যুন ৭৫ লক্ষ টাকার শেয়ার না থাকিলে "ক" শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পর্ষদের সদস্য হইবার বা থাকার যোগ্য হইবেন না।